ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩০২৮

আগরতলা, ১২ মার্চ,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

১০ মার্চ, ২০২৫ আজকের ফরিয়াদ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘পাবিয়াছড়া লালজুরি এলাকায় জল সংকট, দ্রুত ব্যবস্থা নেবার আর্জিতে সোচ্চার হলো স্থানীয় জনগণ’ শীর্ষক সংবাদটি পূর্ত (পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান) দপ্তরের নজরে এসেছে। এবিষয়ে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো হয়েছে, পাবিয়াছড়া লালজুরি এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ জলের অপ্রতুলতার কারণে দেও নদীর জলের উপর ভিত্তি করে শাখ্যদামে একটি ইনোভেটিভ জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ বিগত ২৬-০৫-২০২৩ সনে হাতে নেওয়া হয়। উক্ত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে এখন পর্যন্ত প্রকল্পের ৯০ শতাংশ কাজ অর্থাৎ এরিয়েটর, সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক, ফিল্টার ও জলাধার, পাম্প হাউজ সহ রাইজিং এবং ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইন ইত্যাদি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

বিগত আগস্ট, ২০২৪ সনে ভয়াবহ বন্যায় দেও নদীর পাড় ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে উক্ত প্রকল্পের নির্ধারিত এলাকায় পাম্প হাউজ তৈরী ও পাইপ লাইনের কাজ করা আর সম্ভব হয়নি। উক্ত কারণে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর নির্ধারিত এলাকা পরিবর্তন করে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় অন্য একটি স্থান চিহ্নিত করে এবং পরিবর্তিত কারীগরি নকশা তৈরীর পর সেখানে বর্তমানে পাম্প হাউজ ও অন্যান্য কাজ চলছে। আশা করা যায় ৩০ এপ্রিল, ২০২৫ সনের মধ্যে প্রকল্প থেকে উক্ত এলাকায় পানীয়জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

শাখ্যদাম ইনোভেটিভ জল সরবরাহ প্রকল্প এলাকাটি সম্পূর্ণরূপে সীমানা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং গেইটটি তালাবন্ধ করা অবস্থায় রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের নির্মিত ঘরের মূল্যবান বৈদ্যুতিক সামগ্রী এবং বিভিন্ন ধরণের আসবাব এখনো পর্যন্ত লাগানো বা সরবরাহ করা হয়নি, এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত সামগ্রী কাহারো দ্বারা ভেঙ্গে চুরমার করার অবস্থায় নেই। বর্তমানে, পানীয়জলের জন্য এই বসতিতে নিয়মিতভাবে জলের ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে জল সরবরাহ চলছে।

******